বিএনপির মুখে জুলাই, অন্তরে আওয়ামী লীগ: হাসনাত আবদুল্লাহ



হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি মুখে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কথা বললেও দলটির ভেতরে আওয়ামী লীগের প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'জুলাই গণহত্যার বিচার: রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার ব্যবধান' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন। সভাটির আয়োজন করে এনসিপির জুলাই গণহত্যা ও গুমের বিচার পর্যবেক্ষণবিষয়ক কমিটি।

হাসনাত বলেন, রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের প্রত্যাশা থাকলেও বাস্তবে শুধু ক্ষমতার চেয়ার বদলেছে। বিএনপি সরকার সংস্কারের বদলে দুর্নীতি, ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবসা ও আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের পথে হাঁটছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের মামলাগুলোর তদন্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন হাসনাত। তাঁর অভিযোগ, ভুক্তভোগীদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই অনেককে আসামি করা হয়েছে। পরে এসব মামলা অর্থ আদায় ও আপস-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযোগপত্র দিয়ে আওয়ামী লীগকে দল হিসেবে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, কর্মসংস্থান, সরকারি ঠিকাদারি ও ডিলারশিপ বণ্টনে স্বজনপ্রীতির অভিযোগও করেন এনসিপির এই নেতা। এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সম্পদ বৃদ্ধি ও প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলে তিনি এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

হাসনাত বলেন, আওয়ামী লীগ অতীতের অপরাধ স্বীকার না করলে পুনর্মিলনের আলোচনা অর্থবহ হতে পারে না। দল হিসেবে বিচার, হত্যাকাণ্ডের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, আদালতের রায় কার্যকর এবং পলাতক আসামিদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানান তিনি।

বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা নির্যাতন সহ্য করেও বঞ্চিত হচ্ছেন, অথচ প্রভাবশালীদের স্বজনেরা ব্যবসা ও মনোনয়নে সুবিধা পাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন হাসনাত। বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।